বিভক্তির সাতকাহন - ১৪

ভজন সরকার

একটি মানুষের ভেতর কতগুলো মানুষ বাস করে ? তা নাহলে মানুষের এই যে বহুরূপী আচরন সদাসর্বদা - তা কেমন করে সম্ভব ? একই মানুষ গোষ্ঠিগত-জাতিগত-সম্প্রদায় কিংবা ধর্মগত দ্বন্দ্বে উচ্চকিত হয়ে যে আচরন করে , পরক্ষনেই যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ বিপরীত অক্ষে বসিয়ে মেলাতে চেষ্টা করে - সব কি ঠিকঠাক মেলানো যায়? নাকি মেলানো সম্ভব কখনো? নিতান্ত-ই ক্ষণিকের আবেগে যে মানুষটা খুন করে প্রতিপক্ষকে , আবার যখন সেই মানুষটাই কোন আপন জনের বিরহে হু-হু করে কাঁদে - একবারও কি মনে হয় একই মানুষ সে ? নাকি মানুষ বদলায় ক্ষণে ক্ষণে ? কিংবা প্রতিটি মূহুর্ত-ই বদলে দেয় মানুষকে ?

সবে চাকুরিতে ঢুকেছি। কোন এক জরুরি প্রয়োজনে প্রকল্প পরিদর্শনের দায়িত্ব পড়লো বঙ্গোপসাগরের পাড়ে অবস্থিত পাথরঘাটায়। বরিশাল থেকে পাথরঘাটায় তখনো কোন সড়ক যোগাযোগ ছিলো না । এখন হয়েছে কিনা জানি না । খুব ভোরে বরিশাল থেকে লঞ্চে উঠে সারাদিন শেষে রাত প্রায় দশটার দিকে পাথরঘাটা পোঁছানো যেতো। দীর্ঘ - বড় দীর্ঘ সে যাত্রা পথ। সারাদিনমান শুধু নদী আর নদী পাড়ের মানুষ-প্রকৃতি । কি যে ভালো লেগেছিলো সে বার আমার । কাকভোরের দীর্ঘ সূযে র্র আলো যখন লঞ্চে-তোলা ঢেউয়ে আছড়ে পড়ে চিকচিকে সোনা- রং ছড়াতো, অপলক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। পাশের গ্রাম থেকে কূঁয়াশা ভেংগে উঁকি দিচ্ছে গাছপালা- কাঠের ঘর বাড়ি। ভাটার টানে জেগে উঠেছে নদী পাড়ের কিয়দংশ । থাক থাক কাঁদা মাড়িয়ে নৌকায় উঠছে মানুষ । অল্প ব্যবধানেই অনেক খেয়া ঘাট । মানুষ ভিড় করে আছে খেয়া পারাপারের জন্যে ।

জল ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে ছোট লঞ্চখানি । বরিশাল শহরকে অর্ধবৃত্তাকারে পরিভ্রমন করে দপদপিয়া ফেরিঘাট - নলছিটি ছাড়িয়ে লঞ্চ যখন ঝালকাঠিতে , মানুষের ছায়া তখন সরু-দীর্ঘকায় থেকে মাপযোগ্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে । হেমন্তের গায়ে- লাগা শীতে রোদের আলোতে দাঁড়িয়ে গেছে মানুষ । কেউ লঞ্চের দু'পাশের বারান্দায়। কেউ আবার সামনে - পেছনের খালি জায়গাতে । নিচে ইঞ্জিনের পাশে রান্না হচ্ছে ইলিশের ঝোল আর ফেনা ওঠা ভাত । ভাত আর টাটকা ইলিশের গন্ধে ভরে উঠছে ছোট লঞ্চখানি । হয়তো দপদপিয়া ফেরিঘাট কিংবা নলছিটি থেকে লঞ্চে উঠেছে কোন ঝাল-মুড়ির ফেরিওয়ালা । গলায় ঝোলানো মুড়ির বাক্স । সাথে ঘটিতে রাখা আগুনের ব্যবস্থা । কৌটাতে চানাচূড় আর মূড়ি মেশানোর শব্দ । আর থেকে থেকে হাক-ডাক ''ঘটি-গ-র-ম'' ।

পথে চলতে আমার কোন ক্লান্তি নেই । পথে পথে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য উপকরণ আমাকে টানে - মুগ্ধ করে । বিশেষত মানুষ - মানুষের বহুরূপীতা -বৈচিত্রময় চালচলন আর কথকতা । অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখি । কখনও কোন মানবিক ব্যবহার মন ছুঁয়ে যায় । আবার কোন পাশবিকতায় ব্যথিত হই । নিরবে তাকিয়ে থাকতে বড় ভাল লাগে আমার । ভাল লাগে আশপাশের মানুষের আলাপচারিতা । বিশেষত যারা লঞ্চ ভ্রমনে অভ্যস্থ তারা জানেন কি জম্পেশ আড্ডাই না জমে লঞ্চের কেবিনে । মাঝে মাঝে এমন সবজান্তা মানুষও বিরল নন -যিনি রাজনীতি, ধর্ম ,সমাজনীতি থেকে শুরু করে সব কিছুই জানেন । এরা আবার কেবিনের সমস্ত যাত্রীকেই মনযোগী শ্রোতা বানিয়ে ফেলেন অতি সহজেই ।

এমন এক সবজান্তা সহকর্মী আমার সহযাত্রি । মাঝ বয়সের ভদ্রলোক । চিন্তাচেতনায় মোটামুটি প্রগতিশীল । বিদ্যেবুদ্ধিতে যতটুকু ঘাটতি আছে চৌকষ কথাবার্তায় তা পুষিয়ে নেন সহজেই । একটু রাজনীতির বাতিক আছে । ধর্ম কর্মের ধারে কাছে নেই । ঈদের জামাত ছাড়া পশ্চিম দিকে নত জানু হতে দেখে নাই তাকে কেউ কখনই । প্রাণ চঞ্চল স্বতঃস্ফূর্ত এই সহকমী র্মানুষটি বয়সের ব্যবধান কাটিয়ে সহজেই বন্ধু হয়ে উঠেছে । দীর্ঘ লঞ্চ-যাত্রায় এই সহকমী র্কে পেয়ে আমিও যারপরনাই আনন্দিত । পথ চলার রোমাঞ্চ তাই বেড়ে ওঠেছে স্বাভাবিক ভাবেই ।

ক্রমশঃ ঝালকাঠি, বেতাগি, বামনা, রামনা, বরগুনা ছাড়িয়ে যখন পাথরঘাটা পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমে গেছে শান্ত-স্নিগ্ধ জনপদে । বরিশালের কীর্ত্তনখোলা অনেক নদীর সংগমে বিশালাকারে মিশে গেছে সাগরে । সাগর-মোহনাতেই পাথরঘাটা উপজেলা । আগে থেকে ঠিক করে রাখা পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডাকবাংলোতেই দিন সাতেক থাকবো । ছিম ছাম ডাকবাংলোর পাশ দিয়েই চলে গেছে হাসপাতাল আর বাজারের সংযোগ সড়ক। একই কামরায় পাশাপাশি পেতে রাখা দুটো খাট । মাঝখানে রাখা ড্রেসিং টেবিল । জামা কাপড় রাখার কাঠের আলনা । মাঝখানে একটি কাঠের টেবিল আর খান দুয়েক হাতল-ওয়ালা কাঠের চেয়ার । কক্ষ সংলগ্ন বাথরুম । ব্যাগ থেকে নামিয়ে রাখলাম নিজেদের জামাকাপড়। বরিশালের ‘‘বইঘর’’ থেকে সদ্য-কেনা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাসমগ্র। শখের পড়া নিরোদ সি চৌধুরীর ‘‘আমার দেবোত্তর সম্পত্তি’’। নিয়মিত বিবিসি বাংলা খবর শোনার জন্য কিনে আনা দুই ব্যান্ডের একটি রেডিও । আর পুরকৌশলীর হাতিয়ার - দেয়ালের প্লাষ্টার পরীক্ষার একটি বিশালাকায় হাঁতুড়ি ।

ডাক বাংলোতে একটু স্থিতু হতেই হঠাৎ করে বিশাল মিছিলের আওয়াজ আর বাজার থেকে ভেসে আসা হট্টগোল । রাতের নিরবতা ভেংগে শান্ত জনপদ যেনো নিমিষেই হয়ে গেলো মিছিলের নগরী । ডাক বাংলার চৌকিদার হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ে এসে খবর দিলো ভারতে হিন্দুরা বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলেছে । তার ই প্রতিবাদে সব মুসলমানেরা মিছিল বের করেছে । এবার আর ‘‘শালা মালায়ুনদের ’’ রক্ষা নেই । চৌকিদার হাঁপাতে হাঁপাতে আবার দৌঁড়ে মিছিলে যোগ দিতে চলে গেলো ।

দূরের মিছিলের শব্দ ক্রমশঃ জোরালো হয়ে চৌচির করে দিচ্ছে রাতের নিশব্দকে । মাঝে মাঝে ভেসে আসছে বাজারের টিনের চালায় প্রচন্ড আঘাতের শব্দ । কোন নিরীহ হিন্দু ব্যবসায়ীর দোকান ঘর আক্রান্ত হয়েছে হয়তো বা । অথচ সে হয়তো জানেই না কোথায় রাম মন্দির -কোথায় বাবরি মসজিদ? কে গড়েছে ? কবে গড়েছে ? কেন গড়েছে ? আর কেই বা ভাঙ্গলো? কেনই বা ভাঙ্গলো ? তার সমস্ত অজানা-অচেনা অপরাধের কারণে তার চিরচেনা - চিরজানা প্রতিবেশির হাতেই আক্রান্ত সে আজ ।

এ সমস্ত ভাবতে ভাবতে আমি হারিকেনের বাতিতে চোখ রাখলাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাসমগ্রে। আমার সহকর্মী বন্ধুটি হঠাৎ ডুঁকরে কেঁদে উঠলো । কিংকর্তব্যবিমূঢ় আমি বসে রইলাম নিরবে । বেশ কিছুক্ষন পর হঠাৎ ভদ্রলোক টেবিলে রাখা হাঁতুড়িটা হাতে নিয়ে চিৎকার করে উঠলো,‘‘ আদবানি । তোরে যদি আজ হাতের কাছে পাইতাম । ’’
(চলবে)

।। সেপ্টেম্বর,২০০৬, কানাডা ।।